২.১ ডেট সার্ভিস লায়াবিলিটি (ডিএসএল)

বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত/ আধা-স্বায়ত্বশাসিত/ স্থানীয় সরকার (স্ব-শাসিত) সংস্থাসমূহকে তাদের উন্নয়ন প্রকল্প ও অনুন্নয়নমূলক কাজে অর্থায়ন করে থাকে। এ অর্থের উৎস দু'টি-বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব সম্পদ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রকল্প সহায়তা। উভয় ক্ষেত্রেই সরকার চুক্তির মাধ্যমে ঋণস্বরূপ এ অর্থ উক্ত সংস্থাসমূহকে প্রদান করে থাকে। ঋণগ্রহণকারী সংস্থা কর্তৃক চুক্তির শর্তানুসারে পরিশোধসূচি অনুযায়ী কিস্তিভিত্তিক সুদসহ অথবা সুদ ব্যতীত এ অর্থ সরকারকে ফেরৎ প্রদান করতে হয়। মূলত: এটাকে ডেট সার্ভিস লায়াবিলিটি বা সংক্ষেপে ডিএসএল বলা হয়।

একটি সুসংহত ও সমৃদ্ধ অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন দাতা দেশ ও সংস্থা উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্পে ডেভেলপম্যান্ট ক্রেডিট এগ্রিম্যান্ট (ডিসিএ) এর মাধ্যমে অনুদান ছাড়াও ঋণ স্বরূপ সহায়তা প্রদান করে থাকে। উক্ত দেশ বা সংস্থার সাথে বাংলাদেশ সরকার এর পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) কর্তৃক চুক্তি সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশ সরকার অপর একটি সম্পূরক চুক্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সংস্থার নির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে এ অর্থ বরাদ্দ প্রদান করে ; যা সাবসিডিয়ারী লোন এগ্রিমেন্ট বা এসএলএ নামে পরিচিত। এ চুক্তি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থ বিভাগ সম্পাদন করে থাকে। এসএলএ'র শর্তানুযায়ী ঋণ গ্রহণকারী সংস্থা সরকারকে ঋণ পরিশোধ করে এবং ডিসিএ-তে নির্ধারিত সুদ ও সার্ভিস চার্জসহ অন্যান্য শর্তাধীনে প্রদত্ত এ ঋণ বাংলাদেশ সরকার উন্নয়ন সহযোগী দেশ বা সংস্থাকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিশোধ করে থাকে। বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব সম্পদ থেকে অর্থায়ন করার ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে অর্থ বিভাগের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়; যা লোন এগ্রিম্যান্ট (এলএ) বা ঋণ চুক্তি নামে অভিহিত হয়।

২.২ ডিএসএল অধিশাখার কার্যাবলী ঃ

অর্থ বিভাগের ট্রেজারী ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের অধীন ডিএসএল অধিশাখা ডিএসএল হিসাব সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সুষ্ঠু ডিএসএল ব্যবস্থাপনায় তথা ডিএসএল ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে প্রযুক্তির ব্যবহার অনস্বীকার্য। এ লক্ষ্যে সঠিক জনবল ও যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ আধুনিক ডিএসএল অধিশাখা গড়ে তোলার পদক্ষেপ গৃহীত হয়। নথিতে প্রত্যেক সংস্থার ক্রেডিট লাইনভিত্তিক ডিএসএল হিসাব সংরক্ষণের পাশাপাশি কম্পিউটার ডাটাবেইজ প্রণয়নের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে ডিএসএল হিসাব সংরক্ষণ করা হচ্ছে। বর্তমান ডিএসএল অধিশাখা যে সমস্ত দায়িত্ব পালন করে থাকে সার্বিকভাবে সেগুলো নিম্নরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

১. বিভিন্ন সংস্থা বরাবরে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের ক্রেডিট লাইনভিত্তিক হিসাব সংরক্ষণ;
২. প্রতি অর্থ বছরে পরিশোধসূচি অনুসারে সংস্থা ভিত্তিক ডিএসএল বাজেট প্রণয়ন করা এবং মনিটরিং সেলের সাথে এ বিষয়ে সমন্বয় সাধন করা;
৩. এসএলএ/ এলএ সম্পাদনের ক্ষেত্রে উক্ত চুক্তির বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক মতামত প্রদান;
৪. সম্পাদিত চুক্তিসমূহ এবং অর্থ ছাড়ের সরকারি আদেশসমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা;
৫. বিভিন্ন সংস্থা থেকে খাত ভিত্তিক ডিএসএল পরিশোধের চালানের কপি সংগ্রহ করা এবং সুদ ও আসলের অর্থ যথাযথভাবে সরকারি হিসাবে জমা প্রদান করা হয়েছে কিনা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও তা সংরক্ষণ করা;
৬. ট্রেজারী চালানের ভিত্তিতে ডিএসএল আদায় বিবরণী প্রস্তুত করা;
৭. ট্রেজারী চালানে পরিশোধিত ডিএসএল হিসাবের সাথে সিজিএ-র হিসাবের রিকনসাইল করা;
৮. খাত ভিত্তিক চালানে পরিশোধিত অর্থ ডিএসএল হিসাবের সাথে সমন্বয় করা;
৯. কোন সংস্থার ডিএসএল বিষয়ে কোন আপত্তি থাকলে তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
১০. ডিএসএল মওকুফ/ অনুদানে রূপান্তর/ মূলধনে রূপান্তর/ পরিশোধসূচি সংশোধনের প্রস্তাবে মতামত প্রদান করা;
১১. ডিএসএল পরিশোধ ব্যতীত অর্থ ছাড়ের বিষয়ে বাজেট অনুবিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে মতামত প্রদান করা।